বাফুফে প্রেসিডেন্টের বিবৃতি-এপ্রিল, ২০১৭

সবাইকে প্রথমে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। গত মাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী এবং বাফুফের পরিকল্পনা নিয়ে আমি আজকে আলোচনা করবো।

নারী দলকে প্রধানমন্ত্রীর সংবর্ধনা

পহেলা বৈশাখে গণভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা দল এবং অ-১৪ পুরুষ দলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংবর্ধনা প্রদান করেন। বাংলাদেশ অ-১৬ মেয়েদের পক্ষ থেকে জাতীয় দলের অধিনায়ক সাবিনা খাতুন ১০ লক্ষ টাকার চেক গ্রহণ করেন। ক্রীড়াক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হাতে আর্থিক সম্মাননা তুলে দেয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চা আরো জোরদার করার আহবান জানান।
আমি জাতীয় প্রমীলা দলের সাম্প্রতিক সাফল্য নিয়ে একটু বলে নিতে চাই। সম্প্রতি ফিফা র‍্যাংকিং-এ ১১ ধাপ এগিয়ে ১০০৩ পয়েন্ট নিয়ে ১০৩তম স্থানে উঠে এসেছে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত, নেপালের পরেই এখন বাংলাদেশের অবস্থান এবং বলার অপেক্ষা রাখেনা এ যাবতকালে এটা নারী দলের সেরা সাফল্য।

অনূর্ধ্ব ১৬ প্রমীলা দলের চীন সফর

চীন সফরে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য আমি শুরুতেই অনূর্ধ্ব ১৬ প্রমীলা দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই দলটির ৭০ শতাংশই অনূর্ধ্ব ১৪ দল থেকে উঠে এসেছে এবং শারীরিক দিক থেকে শক্তিশালী চীনের বিভিন্ন দলের সাথে বেশ ভাল খেলেছে। চীনে পাঁচটি প্রস্তুতি ম্যাচে দুবারের দেখায় দুবারই শানজি প্রভিন্স অ-১৪ দলকে হারিয়েছে আমাদের মেয়েরা। চায়না অ-১৪ দলের সাথে বাংলাদেশ একটি ম্যাচ জিতেছে, একটি হেরছে এবং বাকিটা ড্র করেছে। এশিয়ার অন্যতম ফুটবল জায়ান্ট চীনের বিভিন্ন দলের সাথে এই ফলাফল দলটির ভবিষ্যতের জন্য কাজে আসবে। অ-১৬ দলের অফিসিয়াল স্পন্সর ওয়ালটনকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। বরাবরের মতো তারা আমাদের সব রকমের সহযোগিতা করেছে।

এই প্রস্তুতি ম্যাচগুলো অ-১৬ দলের জন্য শিক্ষা সফরের মতো ছিল এবং সামনের সব প্রতিযোগিতায় তারা এই অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারবে। এ বছরের সেপ্টেম্বরে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হতে চলা অ-১৭ এএফসি ফাইনালের জন্য দলটি ইতোমধ্যেই কোয়ালিফাই করেছে। এই টুর্নামেন্ট একই সাথে অ-১৭ প্রমীলা বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ার হিসেবে বিবেচিত হবে যা নিয়ে আমি এখন কথা বলবো।

এএফসি ফাইনাল/ অ-১৭ ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ারস

আগেই বলেছি, এএফসি ফাইনালের ম্যাচগুলো ২০১৮ সালে উরুগুয়েতে অনুষ্ঠিত হতে চলা অ-১৭ প্রমীলা বিশ্বকাপের জন্য কোয়ালিফায়ার ম্যাচ হিসেবে বিবেচিত হবে। অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশ একই গ্রুপে আছে এবং বলার অপেক্ষা রাখেনা বাংলাদেশের জন্য গ্রুপটা খুব কঠিন। তবে আশা করি ভাগ্য আমাদের পক্ষে থাকবে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী খেলতে পারলে ভাল ফলাফল আসবে।

গ্যাজপ্রম ফুটবল ফর ফ্রেন্ডশিপে বাংলাদেশ

গ্যাজপ্রম ফুটবল ফর ফ্রেন্ডশিপ প্রোগ্রামের পঞ্চম সিজনে প্রথমবারের মতো অংশ নেবে বাংলাদেশ। এই টুর্নামেন্টটি জুন ২৬ থেকে জুলাই ৩, ২০১৭ পর্যন্ত রাশিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রোগ্রামটিতে বাংলাদেশ সহ ৬৪টি দল অংশগ্রহণ করবে।
আমাদের অ-১২ দল থেকে দুজন খেলোয়াড় (একজন ছেলে, একজন মেয়ে) প্রতিনিধি হিসেবে গ্যাজপ্রম ফুটবল ফর ফ্রেন্ডশিপ এবং ফিফা কনফেডারেশনস কাপ রাশিয়া ২০১৭-তে অংশ নেবে।

এই লক্ষ্যে গত ১৬ এপ্রিল বাফুফের টেকনিক্যাল এবং স্ট্র্যাটেজিক ডিরেক্টর পল স্মলির তত্বাবধানে বিশেষ ট্রায়ালের আয়োজন করা হয় এবং এখন পর্যন্ত নারায়নগঞ্জের গোলাম রাব্বি নামের একজনকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

অ-১৮ ন্যাশনাল টুর্নামেন্ট

ঢাকা, বিকেএসপি, বরিশাল, সাতক্ষীরা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী এবং রংপুর- এই আটটি জোনের চ্যাম্পিয়নদেরকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে অ-১৮ ন্যাশনালস চলছে।
বৃষ্টিপাতজনিত কারণে আমাদের ম্যাচ শিডিউল পরিবর্তন করতে হতে পারে। তবে মে ৫ তারিখে জমজমাট ফাইনাল আয়োজন করা যাবে বলে আশা করছি।
ওয়ালটন এই প্রতিযোগিতা স্পন্সর করছে। বাফুফে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুস সালাম মুর্শেদী এর আগে বেশ কয়েকবার বলেছেন, আবারও বলছি- এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেধাবী ফুটবলার উঠে আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

ফুটবল একাডেমি

আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে বয়সভিত্তিক লেবেলে বিভিন্ন দলের জন্য একাডেমি গড়ার লক্ষ্যে বাফুফে ইতোমধ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অ-১২ থেকে অ-১৯ দল এবং অন্যান্য দলগুলোও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত।

বয়সভিত্তিক দলের প্রতিভাবন খেলোয়াড়দের একাডেমিতে ট্রেনিং করানো হবে যা তাদের ভবিষ্যত জীবন সমৃদ্ধ করতে কাজে আসবে।

অ-১২

অ-১২ দলের খেলোয়াড়দের দক্ষতা বাড়াতে ৩৭ টি সেশনে চারটি কোর স্কিলের উপর ট্রেইনিং করানো হবে। এগুলো হল- ফার্স্ট টাচ, স্ট্রাইকিং দ্য বল, রানিং উইথ দ্য বল এবং ওয়ান অন ওয়ান অ্যাটাকিং/ ডিফেন্ডিং।
৩০-৪০ জন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এই প্রোগ্রামটি শুরু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের জন্য আলাদাভাবে শেফ এবং মেডিক্যাল স্টাফ নিয়োগের সুপারিশ করেছে ফেডারেশন। ।

অ-১৪

৫৫ টি গেইম ট্রেনিং সেশন এবং ২০ টি কোর স্কিল সেশনের মাধ্যমে অ-১৪ দলের দক্ষতা বাড়ানোর কার্যক্রম শুরু হবে। গেইম ট্রেনিং সেশনের আওতায় ডিফেন্ডিং, প্রেসিং, বিল্ডিং আপ এবং মিডফিল্ড/ অ্যাটাকিং কম্বিনেশনের উপর জোর দেয়া হবে।
এই লক্ষ্যে অ-১৪ ও অ-১৬ থেকে ২৫-৩০ জন করে খেলোয়াড় বাছাই করে খুলনায় একাডেমি শুরু করার পরিকল্পনা করছে বাফুফে। এছাড়া দুজন টেকনিক্যাল স্টাফ, গোলকিপিং কোচ, মেডিক্যাল প্রভিশন এবং এডুকেশন প্রোগ্রামও একাডেমির কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

অ-১৬

অ-১৬ দলকে ১৫ টি সেশনে চারটি কোর স্কিলের উপর ট্রেনিং করানো হবে। অ-১৬ মেয়েদের ট্রেনিং বাফুফে ভবনের পরিবর্তে সাভারে সরিয়ে নেয়া হবে। সেখানে শুধুমাত্র একজন শেফ নিয়োগ দিলেই চলবে, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ইতোমধ্যেই সেখানে আছে।

অ-১৯

আগামী তিন বছর ধরে অ-১৯ খেলোয়াড়দের গেইম ট্রেনিং এর উপর জোর দেয়া হবে যাতে করে তারা সিনিয়র ডিভিশনে খেলার উপযুক্ত হয়ে উঠে।

২৫ জনের এই গ্রুপের খেলোয়াড়দের দ্বিতীয় বিভাগ পর্যায়ের প্রতিযোগিতার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। বর্তমানে তাদের জন্য দুজন টেকনিক্যাল স্টাফ, গোলকিপিং কোচ, শেফ, মনোবিদ এবং সংবাদ বাহক নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে।

অ-২৩ এবং অন্যান্য

অ-২৩ এবং সিনিয়র খেলোয়াড়দের জন্য আলাদা গ্রুপে সাত দিনের ক্যাম্প আয়োজন করা হবে। প্রতি গ্রুপে ২৮ জন প্লেয়ার, হেড কোচ, টেকনিক্যাল স্টাফ মেম্বার, ফিজিও থেরাপিস্টসহ অন্যান্য স্টাফ থাকবে।

গোলকিপিং

এই প্রোগ্রামের আওতায় সব গোলকিপার তাদের স্কোয়াডের পাশাপাশি গোলকিপিং কোচদের সাথেও কাজ করবে। এক্ষেত্রে স্কিল বাড়ানো এবং টেকনিক্যাল দিকের উন্নয়নের উপর জোর দেয়া হবে। টেকনিক্যাল উন্নয়নের জন্য গোলকিপারদের নিয়ে টিম সেশন আয়োজন করা হবে।

ইংরেজিতে পড়ার জন্য এখানে ক্লিক করুন